গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mor.gov.bd

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০৬.০৩৫.১৮-৩৫

তারিখ: ০২ মাঘ ১৪২৬ / ১৬ জানুয়ারি ২০২০

বিষয়ঃ ডিসেম্বর ২০১৯ মাসের সমন্বয়সভার কার্যবিবরণীতে উল্লিত্রি সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়-এঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। এ কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.mor.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে।

০২। উক্ত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের হার্ড কপি জানুয়ারি ২০২০ মাসে অনুষ্ঠেয় সমন্বয়সভার কার্যপত্র প্রস্তুতের জন্য অনিষ্পন্ন বিষয় এবং আলোচ্য বিষয় (যদি থাকে)-এর তালিকা আগামী ২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের মধ্যে এবং Nikosh font এ-সফট কপি admin2@mor.gov.bd ঠিকানায় ই-মেইলযোগে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মীর আলমগীর হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩১৫
admin2@mor.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা।
৪। সরকারি রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর, পুরাতন রেলভবন, ঢাকা।
৫। যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স (১১ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৭। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
৮। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এসএন্ডসিপি/আরএস/অপারেশন/অবকাঠামো/অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৯। রেক্টর, রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী, চট্রগ্রাম।
১০। যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল/প্রকৌশল/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, রেলভবন, ঢাকা।
১১। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১২। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১৩। প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১৪। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৫। উপসচিব(সকল)/উপপ্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৬। সচিবের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৭। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১৮। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১৯। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা/চট্রগ্রাম/লালমনিরহাট/পাকশী।
২০। পরিচালক (ট্রাফিক), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২১। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২৩। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৪। চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
২৫। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৬। প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার/সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৭। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৮। আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ডিসেম্বর ২০১৯ মাসের সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ : ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯
সময় : সকাল ১১:০০ টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর সভাপতি সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-২)-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ে সদ্য একজন কর্মকতা যুগ্মসচিব পদে যোগদান করেছেন। সভাপতি সদ্য যোগদানকৃত কর্মকর্তাকে স্বাগত জানান এবং তাঁর দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের প্রতি আহবান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ২৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং এতে কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী গত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হয়ঃ

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১	অনিষ্পন্ন বিষয়: (ক) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তার সাথে আলোচনাক্রমে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহিত রেলপথ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে যে সকল সিদ্ধান্তের বিপরীতে মন্ত্রণালয়ের করণীয় কিছু নেই কিংবা ইতোমধ্যে পদক্ষেপ গৃহিত হয়েছে সে সকল সিদ্ধান্তসমূহ নিষ্পত্তি হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহিত ও অনিষ্পন্ন সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ৩ তারিখের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। এছাড়া, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যে সকল আইন/বিধি সংশোধন/পরিমার্জন/হালনাগাদ/ বাংলায় ভাষান্তর করা প্রয়োজন সেগুলো চিহ্নিত করে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি)-কে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করার জন্য নির্দেশনা দেন।	(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ৩ তারিখের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করবে; (খ) যে সকল আইন/বিধি সংশোধন/পরিমার্জন/ হালনাগাদ/বাংলায় ভাষান্তর করা প্রয়োজন সেগুলি চিহ্নিত করে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি)-কে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; এবং ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
	(খ) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্পর্কিত	উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের ৭টি এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট মন্ত্রণালয়ের ২৯টি বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে। সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন ২৯টি বিষয়ের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া, The Railway Act, 1890-এর ভাষান্তর/সংশোধনের নিমিত্ত গত ০৩.১২.২০১৯ তারিখে IIFC বরাবর RFP ইস্যু করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, Railway Act, 1890-এর ভাষান্তর/সংশোধনের বিষয়ে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া, তিনি অনিষ্পন্ন বিষয়াদি আলোচনার নিমিত্ত আরও বিস্তারিত তথ্যসহ তালিকাটি প্রস্তুত করে প্রতিমাসের সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন।	(ক) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়াদির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে; (খ) Railway Act, 1890-এর ভাষান্তর/ সংশোধনের নিমিত্ত দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; এবং ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
২	অডিট আপত্তি	অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় নভেম্বর ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহিত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন:	(ক) প্রতিমাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলের প্রমাপ অনুযায়ী দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে;

দপ্তর	সভা	প্রমাপ	অর্জন (সংখ্যা	শতকরা হার	আলোচিত	সুপারিশকৃত	নিষ্পত্তি
জিএম (পূর্ব)	দ্বি-পক্ষীয়	মাসে ৮টি	১০	১২৫%	১১৪	৬১	১১
	ত্রি-পক্ষীয়	২ মাসে ১টি	১	১০০%	১৫	১২	৫
জিএম (পশ্চিম)	দ্বি-পক্ষীয়	মাসে ৮টি	৮	১০০%	৪২	৪৪	১১
	ত্রি-পক্ষীয়	২ মাসে ১টি	-	-	-	-	১

তিনি আরও জানান যে, রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয়ে ৫৮০টি সাধারণ, ৫৩টি অগ্রিম এবং ১১০টি খসড়াসহ মোট ৭৪৩টি অডিট পেন্ডিং রয়েছে, কিন্তু কোন আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি। জিএম (পূর্ব) কার্যালয়ে ৮৪৩১টি সাধারণ, ৭৯৫টি অগ্রিম এবং ৫৬৫টি খসড়াসহ মোট ৯৭৯১টি অডিট পেন্ডিং রয়েছে। আলোচ্য মাসে মোট ১৬টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে; জিএম (পশ্চিম) কার্যালয়ে ৭৭৭৬টি সাধারণ, ৭০১টি অগ্রিম এবং ৩৯১টি খসড়াসহ মোট ৮৮৬৮টি অডিট পেন্ডিং রয়েছে। আলোচ্য মাসে মোট ১২টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। মাস শেষে সর্বমোট ১৯৪০২টি আপত্তি পেন্ডিং রয়েছে। এছাড়া, সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১২.১২.২০১৯ তারিখে ১০ম জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'র সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) সভায় আরও বলেন যে, মহাপরিচালকের কার্যালয়ের অনিষ্পন্ন ৫৮০টি সাধারণ ও ৫৩টি অগ্রিম আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এছাড়া, গত তিন অর্থবছরে (২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯) সমাপ্ত প্রকল্পের নামের তালিকা পাওয়া গেলেও অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির কোন তথ্য পাওয়া যায়নি মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

সভাপতি বলেন যে, প্রতিমাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলে (পূর্ব/পশ্চিম) অনুষ্ঠিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। তিনি মহাপরিচালকের কার্যালয়ের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ প্রমাপ অনুযায়ী নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়ার জন্য অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়েকে নির্দেশনা দেন। এছাড়া, গত তিন অর্থবছরে (২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯) সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা দেন। যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অসহযোগিতা করবে তাদেরকে চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।

(খ) জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'তে আলোচিত ও অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে;

(গ) গত তিন অর্থবছরে (২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯) সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

(ঘ) মহাপরিচালকের কার্যালয়ের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ প্রমাপ অনুযায়ী দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে; এবং

(ঙ) বাংলাদেশ রেলওয়ের যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অসহযোগিতা করবে তাদেরকে চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৫। প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৩.৩	ই-ফাইলিং, ই-জিপি ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন	সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, নভেম্বর ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান কার্যালয়ে মোট ৭০৭টি নোট উপস্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ই-নথি কার্যক্রমে উপস্থাপিত নথির সংখ্যা ৭৩টি। ম্যানুয়েল বা হার্ড কপিতে উপস্থাপিত নথি সংখ্যা ৬৩৪টি। অর্থাৎ মোট কার্যক্রমের ১০.৩৩% ই-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ই-নথি সিস্টেমে পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন অফিসের অর্গানোগ্রাম অন্তর্ভুক্তি করার জন্য এটুআই (A2i)-কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলের অফিসসমূহের অনুরূপ অর্গানোগ্রাম প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। নভেম্বর ২০১৯ মাসে মধ্যম ক্যাটাগরির ৪৩টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের অবস্থান ২৮তম, যা অক্টোবর ২০১৯ মাসে ছিল ২৪তম, কোন অগ্রগতি হয়নি। সভাপতি ই-নথির কার্যক্রম আরও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭০% নথি এবং	(ক) রেলভবনসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলের প্রতিটি বিভাগে ই-নথি চালু করার জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে এবং এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭০% নথি এবং ৬০% ডাক ই-নথিতে নিষ্পত্তি করতে হবে; এবং (খ) ই-নথির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য রেলওয়ের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে পর্যালোচনা সভার	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

<table>
<tr><th>ক্রঃনং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>৬০% ডাক ই-নথিতে নিষ্পত্তি করার জন্যও নির্দেশনা দেন। তিনি ই-নথির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য রেলওয়ের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে পর্যালোচনা সভা করার জন্য নির্দেশনা দেন।</td><td>আয়োজন করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৪</td><td>বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-৩), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহের নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম</th><th>নভে: ১৯ মাসের জের</th><th>নভে: ১৯ মাসে প্রাপ্ত</th><th>মোট মামলা</th><th>নভে: ১৯ মাসে নিষ্পত্তি</th><th>বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ রেলওয়ে</td><td>৩২৬</td><td>৪৬</td><td>৩৭২</td><td>৩০</td><td>৩৪২</td><td>৬ মাসের উর্ধ্বে ৯৮টি মামলা।</td></tr>
<tr><td>রেলপথ মন্ত্রণালয়</td><td>৪৫</td><td>-</td><td>৪৫</td><td>-</td><td>৪৫</td><td>৬ মাসের উর্ধ্বে ৪৫টি মামলা।</td></tr>
</table>
সভাপতি বলেন যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের নতুন মামলা দায়েরের চেয়ে নিষ্পত্তির সংখ্যা কম হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি বিভাগীয় মামলার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে নিষ্পত্তির উদ্যোগসহ ক্রমান্বয়ে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা আরও বৃদ্ধির জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে নির্দেশনা দেন। এছাড়া, দীর্ঘদিন অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহের তদন্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিলসহ নিষ্পত্তির জন্য সভাপতি নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে;
(খ) বিভাগীয় মামলার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে নিষ্পত্তি উদ্যোগসহ ক্রমান্বয়ে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা আরও বৃদ্ধির এবং
(গ) দীর্ঘদিন অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৫</td><td>জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ</td><td>সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান নিয়োগবিধির কার্যকরিতা না থাকায় নতুন নিয়োগ বিধি প্রস্তুত করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উক্ত সভায় নতুন নিয়োগ বিধি তৈরির জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে।

উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, রেলওয়ের আয়োজিত প্রশিক্ষণের জনঘন্টা মোট জনবলের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রার অনেক নীচে রয়েছে। তিনি রেলওয়ের বিভিন্ন স্তরে আয়োজিত প্রশিক্ষণের তথ্যাদি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, মাঠ পর্যায়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপকগণ/সহকারী মহাব্যবস্থাপকগন/প্রধান সংস্থাপন কর্মকর্তাগণ অথবা বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপকগণ সমন্বয় করে প্রেরণ করতে পারেন।

সভাপতি বলেন যে, নিয়োগ বিধির নতুন খসড়া দ্রুত প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। তিনি APA এবং NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজনের নিমিত্ত অতিরিক্ত বাজেটের প্রাক্কলন তৈরি করে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ)-কে নির্দেশনা দেন। এছাড়া, প্রতিমাসে আয়োজিত/অর্জিত প্রশিক্ষণের তথ্যাদি (জনঘন্টা)-কে মোট জনবলের বিপরীতে শতকরা হারে উল্লেখ করে সমন্বয়সভায় উপস্থাপনের জন্যও তিনি নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) নিয়োগ বিধির নতুন খসড়া দ্রুত প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;
(খ) মাঠ পর্যায়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি অঞ্চলভিত্তিক সমন্বিত করে প্রেরণ করতে হবে;

(গ) প্রতিমাসে আয়োজিত/ অর্জিত প্রশিক্ষণের তথ্যাদি (জনঘন্টা)-কে মোট জনবলের বিপরীতে শতকরা হারে উল্লেখ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; এবং
(ঘ) APA এবং NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজনের নিমিত্ত অতিরিক্ত বাজেটের প্রাক্কলন তৈরি করে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়;

৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক/ সহকারী মহাব্যবস্থাপক/ প্রধান সংস্থাপন কর্মকর্তা/ বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.৬</td><td>রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন (মোবাইল কোর্ট, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, নির্ধারিত সময়ে ট্রেন পরিচালনা,</td><td>(ক) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা: উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ের মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। নভেম্বর ২০১৯ মাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার তথ্যাদি নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>মন্ত্রণালয়/সংস্থা</th><th>মাসের নাম</th><th>মোবাইল কোর্টের সংখ্যা</th><th>মামলার সংখ্যা</th><th>টাকার পরিমাণ</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>রেলপথ মন্ত্রণালয়</td><td>নভেম্বর ২০১৯</td><td>৯টি</td><td>১২৯</td><td>১৭,০৯০/-</td><td rowspan="2">কোন আসামীকে কারাদন্ড দেয়া হয়নি।</td></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ রেলওয়ে</td><td>নভেম্বর ২০১৯</td><td>-</td><td>৭৫</td><td>১৪,০৯০/-</td></tr>
</table></td><td>(ক) কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে; এবং
(খ) বাংলাদেশ রেলওয়েতে কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), রেলপথ</td></tr>
</table>

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	পরিদর্শন ইত্যাদি)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। ঢাকা বিভাগের আওতাধীন জেলা শহরের স্টেশন ও গুরুত্বপূর্ণ জংশনে সপ্তাহে অন্তত: একদিন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের (ঢাকা, নরসিংদী, গাজীপুর, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া) জেলা প্রশাসকগণ-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সভাপতি কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার নির্দেশনা দেন। এছাড়া, তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট-এর তথ্য এবং আদায়কৃত অর্থদন্ডের পরিমাণ ছক মোতাবেক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা দেন।	পরিচালিত মোবাইল কোর্ট-এর সংখ্যা এবং আদায়কৃত অর্থদন্ডের পরিমাণ (ছক মোতাবেক) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ রেলওয়ে।
		(খ) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা: উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে ট্রেন এবং রেলওয়ে স্টেশন পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি ট্রেন এবং রেলওয়ে স্টেশনের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন যে, ট্রেন এবং রেলওয়ে স্টেশনের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর প্রতিবেদন দাখিল করার বিষয়টি APA ও NIS-এ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে স্টেশনে কর্মরত সকল সুইপারকে এখনও স্টেশন মাস্টারের অধীনে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্তটি পুরোপুরি বাস্তবায়ন এখনও হয়নি। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে ঢাকাসহ সকল ডিভিশনে চলাচলকারী যাত্রীবাহী ট্রেনের ভিতরে ফ্লোর, সিট কভার, টয়লেট ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পরিস্কার করা হচ্ছে। নভেম্বর ২০১৯ মাসে পূর্বাঞ্চলে ৭১৮টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে ২৪৩টি কোচে ফিউমিগেশন করা হয়েছে। এছাড়া, সুপারভাইজারগণের মাধ্যমে ট্রেনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রতিনিয়ত মনিটরিং করা ছাড়াও রেল এবং রেল স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং বিষয়টি প্রতিনিয়ত মনিটরিং করা হচ্ছে। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে 'মুজিব বর্ষ' উপলক্ষে "পরিচ্ছন্ন রেলওয়ে-পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ" স্লোগান নিয়ে প্রতিটি স্টেশন, স্টেশনের প্লাটফরম, শেড, কোচ ইত্যাদি পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, স্টেশনের টয়লেট ও প্লাটফরম পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা, স্টেশন সংলগ্ন রেল লাইন/ট্রাক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা এবং স্টেশন বিল্ডিং-এর ছাদ/কার্নিশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য আলাদা-আলাদা সুইপার রয়েছে এবং তারা বিভিন্ন বিভাগের আওতায় নিয়োজিত হয়ে থাকে। ফলে যে সকল সুইপার স্টেশনের টয়লেট ও প্লাটফরম পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে থাকে তারা অন্যান্য স্থানের ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার করে না। যুগ্মমহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, টিটিই ব্যতিত ট্রেনে দায়িত্বরত অন্যান্য কর্মচারীগণের সাদা পোষাক পরিবর্তনের বিষয়টি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে; শীঘ্রই প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। সভাপতি বলেন যে, রেল ও রেল স্টেশনে কর্মরত সুইপারদের কাজ তদারকি করতে হবে এবং দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য রেলওয়ের	(ক) রেল এবং রেল স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে এবং পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; (খ) 'মুজিব বর্ষ' উপলক্ষে "পরিচ্ছন্ন রেলওয়ে-পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ" শীর্ষক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য রেলওয়ের আবাসিক এলাকা, ওয়ার্কশপ এবং স্টেশনসমূহে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে; (গ) স্টেশনে কর্মরত সকল সুইপারদেরকে স্টেশন মাস্টারের অধীনে ন্যস্ত নিশ্চিত করতে হবে; (ঘ) রেল ও রেল স্টেশনে কর্মরত সুইপারদের কাজ তদারকি করতে হবে এবং দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে; (ঙ) স্টেশনের টয়লেট ও প্লাটফরম পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা, স্টেশন সংলগ্ন রেল লাইন/ট্রাক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা এবং স্টেশন বিল্ডিং-এর ছাদ/কার্নিশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য একই বিভাগের সুইপারদেরকে	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৩। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৪। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয় ৫। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৬। বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		আবাসিক এলাকা, ওয়ার্কশপ এবং স্টেশনসমূহে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি স্টেশনে কর্মরত সকল সুইপারকে স্টেশন মাস্টারের অধীনে ন্যস্ত নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেন। তিনি স্টেশনের টয়লেট ও প্লাটফরম পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা, স্টেশন সংলগ্ন রেল লাইন/ট্রাক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা এবং স্টেশন বিল্ডিং-এর ছাদ/কার্নিশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য একই বিভাগের সুইপারদেরকে দায়িত্ব প্রদানের জন্য নির্দেশনা দেন। এছাড়া, ট্রেনে দায়িত্বরত টিটিই ব্যতিত অন্যান্য কর্মচারীগণের সাদা পোষাক পরিবর্তনের কার্যক্রমটি আগামী সভার পূর্বে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা দেন।	দায়িত্ব প্রদান করতে হবে; এবং (ঙ) ট্রেনে দায়িত্বরত টিটিই ব্যতিত অন্যান্য কর্মচারীগণের সাদা পোষাক পরিবর্তনের কার্যক্রমটি আগামী সভার পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে।	
		(গ) **সময়ানুবর্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনাঃ** অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি হ্রাস করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে। গত বছরের সাথে চলতি বছরের দুই মাসের সময়নিুবর্তিতার হারের তুলনামুলক চিত্র নিম্নরূপঃ মাস/বছর ২০১৯ ২০১৮ নভেম্বর ৭৯% ৮৫% অক্টোবর ৮২% ৮৭% তিনি আরও বলেন যে, ঘন কুয়াশার কারণে স্পীড কমে যাওয়ায় ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার কমে গিয়েছে। সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধির জন্য ২০২০ সনের জন্য প্রস্তুতকৃত নতুন টাইম-টেবিল/সময়-সূচি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস অর্থ্যাৎ ১০ জানুয়ারি ২০২০ হতে চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনার জন্য রেলওয়ে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ উন্নত করার নির্দেশনা দেন। তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে যে সকল কার্যক্রমের অর্জন পিছিয়ে রয়েছে তা পর্যালোচনার নিমিত্ত মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর নেতৃত্বে নিয়মিত সভা করার নির্দেশনা দেন।	(ক) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি হ্রাস করতে হবে; এবং (খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে যে সকল কার্যক্রমের অর্জন পিছিয়ে রয়েছে তা পর্যালোচনার নিমিত্ত মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর নেতৃত্বে নিয়মিত সভা করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৩। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
		(ঘ) **পরিদর্শন:** উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় বলেন যে, রেলস্টেশন ও রেল পরিদর্শনের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে দু'টি চেকলিস্ট প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে। এছাড়া, পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়টি APA ও NIS-এ লক্ষ্যমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি উক্ত চেকলিস্ট অনুসরণে রেল ও রেলস্টেশন নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ জানান। এছাড়া, মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক অপারেশন্যাল বিভিউ মিটিং (ওআরএম)-এর কার্যবিবরণী থেকে রেলওয়ের দূর্ঘটনা, মালামাল পরিবহন ও ইন্টারচেঞ্জ ট্রাফিক সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয়সভার এজেন্ডাভুক্ত করা যেতে পারে। সভাপতি বলেন যে, রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে চেকলিস্ট অনুসরণে রেল ও রেলস্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পাদিত পরিদর্শনের তথ্যাদি প্রতিমাসের সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের ডিজি, জিএম এবং ডিআরএম কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয়ধর্মী সভাসমূহের কার্যবিবরণীর অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেন। সভাপতি রেলওয়ের দূর্ঘটনা, মালামাল পরিবহন ও ইন্টারচেঞ্জ ট্রাফিক সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয়সভার এজেন্ডাভুক্ত করার জন্যও নির্দেশনা দেন।	(ক) রেল ও রেলস্টেশন নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন (জারিকৃত চেকলিস্ট মোতাবেক) মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে; (খ) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাগণের পরিদর্শনের তথ্যাদি প্রতিমাসের সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে; (গ) ট্রেন দূর্ঘটনা, মালামাল পরিবহন ও ইন্টারচেঞ্জ ট্রাফিক সম্পর্কিত বিষয়াদি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়সভার আলোচ্যসূচিভুক্ত করতে হবে; এবং (ঙ) ডিজি, জিএম এবং ডিআরএম কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয়ধর্মী সভার কার্যবিবরণীর অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৪। বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
			প্রেরণ করতে হবে।	
৩.৭	রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা	অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ বলেন যে, ট্রেনের ছাদে ভ্রমণরোধে রেলওয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। রেলওয়ে পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত নভেম্বর ২০১৯ মাসে পরিচালিত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ	(ক) ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ করতে হবে;	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
			(খ) বিনা টিকেটে যাত্রীদের ট্রেনের ভিতরে ও ছাঁদে ওঠা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;	২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত সিচব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
			(গ) গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনগুলোর পকেট গেট বন্ধকরণসহ এবং অদ্যাবধি কোন কোন স্টেশনে ফেন্সিং করা হয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য আগামী সভার পূর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;	৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
			(ঘ) রেল স্টেশনের নিরাপত্তা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, টিকেট কালো-বাজারী, হকার ও হিজরার উৎপাত রোধকল্পে দেশের গুরুত্বর্পর্ণ স্টেশনসমূহে 'স্টেশন ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠনের রুপরেখা ও কর্মপরিধি সম্বলিত প্রস্তাব আগামী সভার পূর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;	৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
			(ঘ) নিরাপত্তা ও সুষ্ঠুভাবে ট্রেন পরিচালনার স্বার্থে ট্রেন গন্তব্য স্থলের উদ্দেশ্যে ছাড়ার পূর্বে এবং গন্তব্য স্থলে পৌঁছার পর ট্রেনে দায়িত্বপালনরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি একত্রিত হয়ে একটি ব্রিফিং সভার আয়োজন করতে হবে;	৫। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
			(ঙ) ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনের প্রবেশপথে যাত্রীদের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টিকারি অস্থায়ী দোকান, হকার এবং	

মাস	মোবাইল কোর্ট	পুলিশ অভিযান	যাত্রী গ্রেফতার	কারাদণ্ড	বিচারাধীন	জরিমানা আরোপ	জরিমানার পরিমাণ	উদ্ধারকৃত মালামাল এর মূল্য
নভে: ১৯	৪টি	১৮৬৪টি	৩৯৯৭ জন	৩ জন	১৬১ জন	৩৮২৬ জন	৭,৫৪,৫৯৫/-	৭৭,৮৭,৫০২/-
অক্টো: ১৯	৪টি	২০৮৫টি	৫৫৩৮ জন	৬ জন	২২০ জন	৫৩০১ জন	১১,২১,২৩০/-	৪২,৬৩,৫৪৫/-

চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), আরএনবি বলেন যে, ট্রেনের ইঞ্জিন, পাওয়ার কার ও ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধে আরএনবি বিভাগ কর্তৃক নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। নভেম্বর-১৯ মাসে ৬১টি অভিযান পরিচালনা করে ছাদে, বাফারে ও ইঞ্জিনে অবৈধ ভ্রমণকালীন ৫৫ জন অবৈধ যাত্রীকে আটক করে রেলওয়ে আইন ১৮৯০ মোতাবেক ৪৫ জনকে সরাসরি আদালতে সোপর্দ কারা হয়েছে। ৬ জনের নিকট হতে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং ৪ জন কে রেলওয়ে থানায় সোপার্দ করা হয়েছে। পাথর নিক্ষেপকারীদের ধৃত করার অভিযান অব্যাহত আছে। নভেম্বর-১৯ মাসে চট্টগ্রাম বিভাগে আরএনবি, রেলওয়ে পুলিশ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, থানার ওসি, সাংবাদিক, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, মসজিদের ইমাম ও স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ০২টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রায় ৩৫০টি লিফলেট বিতরণ করা হয়। ঢাকা বিভাগে বিভিন্ন সেকশনে ১৪টি অভিযান এবং ১৪টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রায় ১০০০টি লিফলেট বিতরণ করা হয়।

উপসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে, রেল স্টেশনের নিরাপত্তা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, টিকেট কালো-বাজারী, হকার ও হিজরার উৎপাত রোধকল্পে স্টেশন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের বিষয়ে মতামত/প্রস্তাব প্রেরণের জন্য গত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হলেও কোন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনের প্রবেশপথে অস্থায়ী দোকান ও হকার অবস্থান করায় যাত্রীদের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এছাড়া, স্টেশনের নিরাপত্তা বেস্টনী কেটে অনেক খাবারের দোকান অবৈধভাবে তৈরি করা হয়েছে। তিনি স্টেশনে নিয়োজিত রেলওয়ে পুলিশ ও রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা আরও বৃদ্ধিকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রেলওয়ের মহাপরিচালকসহ সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভা অবহিত হয় যে, বিনা টিকেটে যাত্রী ট্রেনের ভিতরে ও ছাদে যাতে ভ্রমণ করতে না পারে সেজন্য নিয়মিত বিভিন্ন ট্রেনে বিশেষ চেকিং ও গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে ব্লক চেকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া, নিরাপত্তা ও সুষ্ঠুভাবে ট্রেন পরিচালনার স্বার্থে ট্রেন গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে ছাড়ার পূর্বে এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর ট্রেনে দায়িত্বপালনরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি একত্রিত হয়ে কর্মপন্থা সম্পর্কে সম্যক একটি ধারণা/প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারেন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) বলেন যে, ট্রেনের গার্ড (পরিচালক)-এর নেতৃত্বে কমপক্ষ্যে ৫ মিনিটের একটি ব্রিফিং সভা হতে পারে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন যে, পূর্বে স্টেশন ব্যবস্থাপনা কমিটি ছিল। উক্ত কমিটি পুনগর্ঠনকরত: কার্যকর করা যেতে পারে। তিনি ঢাকা বিমান বন্দর স্টেশনে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত রেলওয়ে পুলিশ এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদেরকে অন্যত্র বদলী করাসহ স্টেশনে অবৈধ কার্যক্রম বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে অনুরোধ জানান।

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		আলোচনায় অংশ নিয়ে চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব), আরএনবি বলেন যে, ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে চট্টগ্রাম ও কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে স্থাপনের জন্য ৫টি আর্চওয়ে এবং ৩টি ল্যাগেজ স্ক্যানার ক্রয় করা হচ্ছে। সভাপতি বলেন যে, টিকেট চেকিং নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। যাত্রীরা যাতে বিনা টিকিটে রেল স্টেশনে ঢুকতে না পারে সে জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলোর পকেট গেট বন্ধ এবং স্টেশনে ফেন্সিং করতে হবে। তিনি অদ্যাবধি কোন কোন স্টেশনে ফেন্সিং করা হয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য আগামী সভার পূর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা দেন। তিনি দেশের গুরুত্বর্পূর্ণ স্টেশনসমূহে 'স্টেশন ব্যবস্থাপনা কমিটি'র রূপরেখা ও কর্মপরিধি সম্বলিত প্রস্তাব প্রেরণের জন্য মহাপরিচলাক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে পুনরায় অনুরোধ করেন। তিনি ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনের প্রবেশপথে যাত্রীদের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টিকারি অস্থায়ী দোকান, হকার এবং স্টেশনের নিরাপত্তা বেস্টনী কেটে অবৈধভাবে তৈরি করা খাবারের দোকান উচ্ছেদ করার জন্য নির্দেশনা দেন। ঢাকা বিমান বন্দর স্টেশনে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত রেলওয়ে পুলিশ এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদেরকে অন্যত্র বদলী করাসহ স্টেশনে অবৈধ কার্যক্রম বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরবর্তী সভায় অবহিত করার জন্যও সভাপতি নির্দেশনা দেন।	স্টেশনের নিরাপত্তা বেস্টনী কেটে অবৈধভাবে তৈরি করা খাবারের দোকান উচ্ছেদ করতে হবে; এবং (চ) ঢাকা বিমান বন্দর স্টেশনে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত রেলওয়ে পুলিশ এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদেরকে অন্যত্র বদলী করাসহ স্টেশনে অবৈধ কার্যক্রম বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে।	
৩.৮	রেলওয়ের রাজস্ব আয়-ব্যয়	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, রেলওয়ে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আয় বাড়ানোর জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি ২০১৯-২০ অর্থবছরের নভেম্বর ২০১৯ মাসের রাজস্ব আয় ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ চিত্র উপস্থাপন করেন:	(ক) ২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;

খাত	লক্ষ্যমাত্রা (রাজস্ব অনুযায়ী)	লক্ষ্যমাত্রা (এপিএ অনুযায়ী)	সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে অর্জন	শতকরা হার (রাজস্ব অনুযায়ী)	শতকরা হার (এপিএ অনুযায়ী)
যাত্রী সংখ্যা (হাজারে)	-	৭৬৬৬	৭৩৯৪	-	৯৬%
যাত্রী বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)	৮৮৩৩	৭৫০০	৯০৬৩	১০২%	১২০%
মালামাল/ পার্শ্বেল বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)	৩৭১৩	২০৪১	২২১৭	৬০%	১০৮%
বিবিধ আয় (লক্ষ টাকায়)	৪২২০	১৭৯১	১১৩০	২৬%	৬৩%
মোট আয় (লক্ষ টাকায়)	১৬৭৬৬	১১৩৩২	১২৪১০	৭৪%	১০৯%

সভা অবহিত হয় যে, ২০১৯-২০ অর্থবছরের ''জিওএইচ'' সিডিউল প্রোগ্রামে ৩টি লোকোমোটিভ (২৬০৪, ২৬১০, ২৯৩৩) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২টি লোকোমেটিভ (২৬১৫ ও ২৯০৮) মেরামত সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ৪টি লোকোমোটিভ (নং-২৭১০, ২৭১৬, ২৭১৭, ২৭০৭) ২৭০০ সিরিজের ২১টি মিটার গেজ নবরূপায়ন প্রকল্পের আওতায় মেরামত করা হবে। উক্ত প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদিত হয়েছে; দ্রুত কার্যক্রম শুরু হবে। এছাড়া, রেলওয়ের অকেজো লোহা/স্ক্র্যাপ দ্রুত বিক্রয়ের মাধ্যমে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সার্ভেশীট আসা মাত্রই নিয়মিতভাবে অবারিত দরপত্র আহবান করা হয়।

সভাপতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের বিবিধ আয়ের লক্ষ্যমাত্রা যথাযথভাবে অর্জনসহ রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি নষ্ট লোকোমোটিভগুলো দ্রুত মেরামত ও রেলওয়ের অকেজো লোহা/স্ক্রাপ নিয়মিত বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখার নির্দেশনা দেন। তিনি রেলওয়ের আদায়কৃত রাজস্ব কত দিনের মধ্যে ব্যাংকে জমা দেয়া হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক থেকে কত দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণসহ reconcile করা হয় তার তথ্যাদি আগামী সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করার জন্য পুনরায় নির্দেশনা দেন। | (খ) নষ্ট লোকোমোটিভগুলো দ্রুত মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) রেলওয়ের অকেজো লোহা/স্ক্র্যাপ নিয়মিত বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে; এবং

(ঘ) রেলওয়ের আদায়কৃত রাজস্ব কত দিনের মধ্যে ব্যাংকে জমা দেয়া হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক থেকে কত দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণসহ reconcile করার তথ্য আগামী সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। | ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট ও পরিবীক্ষণ), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। |

<table>
<tr><th>ক্র.নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>৩.৯</td><td>অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ</td><td>সভা অবহিত হয় যে, অবৈধ রেলভূমি উদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাদ্বয়কে অঞ্চলভিত্তিক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। নভেম্বর ২০১৯ মাসে অবৈধ রেলভূমি উদ্ধারের তথ্যাদি নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>দপ্তর</th><th>মোট জমি পরিমাণ (একর)</th><th>নভে:/১৯ মাস পর্যন্ত অবৈধ দখলে (একর)</th><th>নভে:/১৯ মাসে উদ্ধার (একর)</th><th>নভে:/১৯ মাস শেষে অবৈধ দখলে (একর)</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>২৪৪৪০.৯৩</td><td>৪৮৮.৭৯৬৬</td><td>৩৯.৭১</td><td>৪৪৯.৩৯৭১</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৩৭৪১৯.৩৫</td><td>২৭০৩.৯৭</td><td>৩১.৫১০</td><td>২৬৭২.৪০</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৬১৮৬০.২৮</td><td>৩১৯২.৭৬৬৬</td><td>৭১.২২০</td><td>৩১২১.৫৪৬৬</td></tr>
</table>
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, অবৈধ রেলভূমি উচ্ছেদের মাসিক ও বাৎসরিক টার্গেট এবং রেল স্টেশনে অবৈধ দোকান/স্থাপনার তথ্য ও উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সভা অবহিত হয় যে রেলওয়ের অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারি তাদের নামে বরাদ্দকৃত রেলওয়ের বাসায় থাকেন না। তাঁরা বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের কাছে বাসা ভাড়া দিয়ে নিজেরা অন্যত্র/বেসরকারি বাসায় বসবাস করেন।

সভা অবহিত হয় যে, ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে সম্প্রতি ইজারাকৃত দোকানের বিষয়ে নিয়োগকৃত তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনে পাওয়া গেছে এবং উক্ত দোকানটি ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে ইজারা দেয়া হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া, ২০০৬ সালের নীতিমালায় ক্ষতিপুরণ আদায়/উচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন নির্দেশনা নেই। তবে প্রস্তাবিত নতুন ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রন্ত নীতিমালায় ক্ষতিপুরণ আদায়/ উচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট বিষয় সংযোজন করা যেতে পারে।

সভাপতি বলেন যে, সরকারি বাসার অবৈধ দখলদারদেরকে উচ্ছেদ করতে হবে এবং এর তথ্যাদি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারি বাসা মেরামত বাবদ কত টাকা ব্যয় হয়েছে এবং উক্ত বাসাসমূহ ভাড়া দিয়ে কত টাকা ভাড়া আদায় করা হয়েছে সে সম্পর্কে প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য তিনি নির্দেশনা দেন। তিনি আরও বলেন যে অবৈধ রেলভূমি উদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করাসহ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্ধারকৃত রেলভূমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায়, সে জন্য RCC পিলার ও কাঁটা তারের বেড়া দেয়া এবং স্টেশনে কোন অবৈধ দোকান/স্থাপনা থাকলে তাও উচ্ছেদ করার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন। ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে ২০১৮ সালে নতুন করে ১টি দোকান ইজারা দেয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট থেকে ব্যাখা চাওয়ার জন্যও নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের জমির অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং জেলা আইন শৃঙ্খলা/উন্নয়ন সমন্বয়সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে;
(খ) রেল স্টেশনের অবৈধ দোকান/স্থাপনা উচ্ছেদ সংক্রান্ত তথ্যাদি একটি ছকে প্রতিমাসে প্রেরণ করতে হবে;
(গ) সরকারি বাসার অবৈধ দখলদারদেরকে উচ্ছেদ করতে হবে;
(ঘ) গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারি বাসা মেরামত বাবদ কত টাকা ব্যয় হয়েছে এবং উক্ত বাসাসমূহ থেকে ভাড়া বাবদ কত টাকা আদায় হয়েছে সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে;
(ঙ) উদ্ধারকৃত জমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায় সে জন্য RCC পিলার ও কাঁটা তার দিয়ে বেড়া দিতে হবে; এবং
(চ) ২০১৮ সালে ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে নতুন ১টি দোকান ইজারা দেয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ব্যাখা চাইতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৬। চীফ কর্মাশিয়াল ম্যানেজার পূর্ব/বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকতা, ঢাকা;
৭। আইন কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১০</td><td>বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা</td><td>সভায় নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলার নিম্নোক্ত বিবরণ সভায় উপস্থাপন করা হয়:
<table>
<tr><th rowspan="2">অঞ্চল</th><th colspan="2">অক্টোবর ১৯ মাসে জের</th><th colspan="2">নভেম্বর ১৯ মাসে দায়ের</th><th colspan="2">নভেম্বর ১৯ মাসে নিষ্পত্তি</th><th colspan="2">নভেম্বর ১৯ মাস শেষে</th></tr>
<tr><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>টাকার পরিমাণ</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>১০৭</td><td>৫,৮২,৯৩,৮৭৫</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>১,১৯,০৮১</td><td>১০৭</td><td>৫,৮১,৭৪,৭৯৪</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৬৯</td><td>৪,১১,৪৮,৯৬৩</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>৩০,০০০</td><td>৬৯</td><td>৪,১১,১৮,৯৬৩</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৭৬</td><td>৯,৯৪,৪২,৮৩৮</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>১,৪৯,০৮১</td><td>১৭৬</td><td>৯,৯২,৯৩,৭৫৭</td></tr>
</table>
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে যে সব সার্টিফিকেট মামলায় দাবীর পরিমাণ বেশী, কিন্তু কিস্তির পরিমাণ কম-সেসব মামলার তালিকা তৈরি করার জন্য প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম)-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।</td><td>(ক) যে সব সার্টিফিকেট মামলায় দাবীর পরিমাণ বেশী, কিন্তু কিস্তির পরিমাণ কম-সেসব মামলার তালিকা তৈরি করতে হবে;
(খ) সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধি করতে হবে এবং সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক রাজস্ব সভায় উপস্থিতি নিশ্চিত করতে</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত সচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>সভাপতি সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য তৎপরতা বৃদ্ধি এবং সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক রাজস্ব সভায় উপস্থিতি থাকার জন্য নির্দেশনা দেন।</td><td>হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>৩.১১</td><td>টিকেট কালো বাজারী রোধ</td><td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রম প্রতিরোধ করা হচ্ছে। টিকেট কালোবাজারী রোধে অন-লাইনে টিকেট বিক্রির কোটা বৃদ্ধি করে ৫০% করা হয়েছে। স্টেশনে কর্মরত সকল শ্রেণীর ট্রাফিক কর্মচারীদের টিকেট কালোবাজারী সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সিসিএম ও সিওপিএসদেরকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া, টিকেট কালোবাজারী রোধকল্পে স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের চাকুরী ০৩ বছর পূর্ণ হলে তাদেরকে নিয়মিত বদলীর জন্য সংশ্লিষ্টদের ইতোমধ্যেই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। টিকেট কালোবাজারী রোধে জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) প্রদর্শনের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট বিক্রির কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

রেলওয়ে পুলিশ-এর প্রতিনিধি বলেন যে, টিকেট কালোবাজারী বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। নভেম্বর ২০১৯ মাসে টিকেট কালোবাজারীর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ৮জন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ট্রেনে টিকেট চেকিং কালে টিকিট ক্রয়কারি যাত্রীর সঠিকতা নিরুপণের নিমিত্ত যাত্রীদের যেকোন একটি বৈধ ফটো আইডি পরীক্ষামূলকভাবে বহন/প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

টিকেটের কালোবাজারীরোধ এবং একজনের টিকেটে অন্যযাত্রীর ভ্রমণ বন্ধে সংশ্লিষ্ট যাত্রীর যেকোন একটি বৈধ ফটো আইডি (ড্রাইভিং লাইসেন্স/জন্মনিবন্ধন কার্ড/এনআইডি কার্ড/দাপ্তরিক পরিচয় পত্র ইত্যাদি) কার্ডের কপি আন্ত:নগর ট্রেনে ভ্রমণকালে সঙ্গে নেয়ার বিধান চালুর অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় আলোচনা হয়।

সভাপতি টিকেট কালোবাজারি রোধে টিকেটের উপর যাত্রীর নাম ও বয়স লেখা এবং NID ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট বিক্রির কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার নির্দেশনা দেন। তিনি ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকা রুটে চলাচলকারি আন্ত:নগর ট্রেন সোনার বাংলা ও সুবর্ণ এক্সপ্রেস এবং চাপাইনবাবগঞ্জ-ঢাকা-চাপাইনবাবগঞ্জ রুটের আন্ত:নগর বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেনে ভ্রমণের জন্য যাত্রীদের যেকোন একটি বৈধ ফটো আইডি পরীক্ষামূলকভাবে বহন/প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করার বিধান চালুর জন্য পুনরায় নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) টিকেট কালোবাজারী বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(খ) টিকেটের উপর যাত্রীর নাম ও বয়স লেখা এবং NID ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট বিক্রির কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে;
(গ) ট্রেনে টিকেট চেকিং কালে NID নম্বর ব্যবহার করে টিকেট ক্রয়কারি যাত্রীর সঠিকতা নিরুপণ করতে হবে; এবং
(ঘ) ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকা রুটে চলাচলকারি আন্ত:নগর ট্রেন সোনার বাংলা ও সুবর্ণ এক্সপ্রেস এবং চাপাইনবাবগঞ্জ-ঢাকা-চাপাইনবাবগঞ্জ রুটের আন্ত:নগর বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেনে ভ্রমণের জন্য যাত্রীদের যেকোন একটি বৈধ ফটো আইডি (ড্রাইভিং লাইসেন্স/ জন্মনিবন্ধন কার্ড/ এনআইডি কার্ড/ পাসপোর্ট/দাপ্তরিক পরিচয় পত্র ইত্যাদি) পরীক্ষামূলকভাবে বহন/প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করার বিধান চালু করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), আরএনবি, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৬।বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১২</td><td>রেলওয়ে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম</td><td>সভায় নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত কার্যক্রমের নিম্নোক্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হয়:
<table>
<tr><th>অঞ্চল</th><th>(চিকিৎসক) মঞ্জুরকৃত/ কর্মরত</th><th>(নার্স) মঞ্জুরকৃত / কর্মরত</th><th>ভর্তি কর্মকর্তা/ কর্মচারী</th><th>ভর্তি নির্ভরশীল</th><th>বহি:বিভাগ কর্মকর্তা/ কর্মচারী</th><th>বহি:বিভাগ নির্ভরশীল</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>তথ্য পাওয়া যায়নি</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৩৪/১২</td><td>৩০/১৩</td><td>৫৯</td><td>৩৫</td><td>৫২৫৭</td><td>৪৬৭০</td><td>শুন্য পদে দ্রুত নবনিয়োগ প্রয়োজন।</td></tr>
</table>
সভায় অবহিত হয় যে, ড. খালেদ হোসেন, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-৪) ও আহবায়ক, রেলপথ মন্ত্রণালয়-এর সভাপতিত্বে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দেয়ার জন্য গঠিত কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে; কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, কমলাপুর রেলওয়ে হাসপাতালকে জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তরের বিষয়ে ২০15 সালে একটি কমিটি করা হয়েছে। উক্ত কমিটিকে হাসপাতালের সর্বশেষ তথ্যাদি</td><td>(ক) রেলওয়ে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ, মজুদ পরিস্থিতির তথ্যাদি একটি ছকে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণে করতে হবে ;
(খ) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য আলাদা একটি ছকে প্রেরণ করতে হবে;
(গ) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করার</td><td>১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৪। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-৪), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা</td></tr>
</table>

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
		প্রেরণের জন্য বলা যেতে পারে। সভাপতি বলেন যে, কমলাপুর রেলওয়ে হাসপাতালকে জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তর কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেন। বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম যথা- ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত অভিযানের তথ্যাদি একটি ছকে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও তিনি নির্দেশনা দেন। তিনি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য আলাদা একটি ছকে প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা দেন।	লক্ষ্যে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন দিতে হবে; (ঘ) কমলাপুর রেলওয়ে হাসপাতালকে জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তর কার্যক্রমের হালনাগাদ অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণ করতে হবে।	(পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.১৩	মুজিববর্ষ ২০২০ উদযাপন	উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় জানান যে, জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে ১৪টি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে গৃহিত ১৪টি কর্মসূচির বিপরীতে সম্ভাব্য যে বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে তা সংশোধন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে তিনি কমিটির একটি সভা আহবান করা প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। সভাপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের গৃহিত কর্মসূচি যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল নির্দেশনা দেন। এছাড়া, মন্ত্রণালয় হতে গৃহিত কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনার নিমিত্ত একটি সভা আহবানের নির্দেশনা দেন।	(ক) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের গৃহিত কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে; এবং (খ) মন্ত্রণালয় হতে গৃহিত কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনার নিমিত্ত একটি পৃথক সভা আহবান করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। মহাব্যস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.১৪	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কক্ষ পুনর্বিন্যাস	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে গত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২০.১১.২০১৯ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের যে সকল কক্ষ পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন তা নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে উক্ত সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৭০৩, ৭১৩ ও ৭১৬ নম্বর কক্ষের বিপরীতে ৮ম তলার ৮০৬, ৮০৯ ও ৮১১ নম্বর কক্ষ পারস্পরিক বিনিময় করার বিষয় নিমিত্ত বিস্তারিত আলোচনান্তে সুপারিশ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত অফিস কক্ষসমূহের পারস্পরিক বিনিময় কার্যক্রম বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাক্রমে চূড়ান্ত করতে হবে।	দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত অফিস কক্ষসমূহের পারস্পরিক বিনিময় কার্যক্রম বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাক্রমে চূড়ান্ত করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়নও পরিকল্পনা) রেলপথ মন্ত্রণালয় ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.১৫	বাংলাদেশ রেলওয়েতে iBAS++ বাস্তবায়ন	অতিরিক্ত সচিব বাজেট ও পরিবীক্ষণ), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে বাংলাদেশ রেলওয়েতে Integrated Budget And Accounting System (iBAS++) পূনাঙ্গভাবে চালু হয়নি। তিনি রেলওয়ের সকল দপ্তরে iBAS++ পদ্ধতির বাস্তবায়নের জন্য অগ্রগতি প্রতিবেদন মাসিক সমন্বয়সভার উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। আলোচনায় অংশ নিয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন যে iBAS++ পূনাঙ্গভাবে চালুর জন্য প্রায় ১ বছর সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। সভাপতি বাংলাদেশ রেলওয়েতে iBAS++ পদ্ধতি পূনাঙ্গভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন মাসিক সমন্বয়সভার উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা করেন।	বাংলাদেশ রেলওয়ে-তে iBAS++ পদ্ধতি পূনাঙ্গভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন মাসিক সমন্বয়সভার উপস্থাপন করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষন) রেলপথ মন্ত্রণালয় ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪	বিবিধ	উপসচিব (প্রশাসন-২) রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, ৪-১১ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে পরিচালিত রেল সেবা সপ্তাহের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মধ্যে ৭ জন কর্মকর্তা সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে তিনি উক্ত প্রতিবেদনের সুপরিশসমূহের সার-সংক্ষেপ সভায় উপস্থাপন করেন। সভাপতি বলেন যে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	রেল সেবা সপ্তাহের কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দাখিলকৃত প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয় ২। সিনিয়র সহকারি সচিব, অপারেশন শাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

০৫। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন)
সিনিয়র সচিব

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০৬.০৩৫.১৮- ৩৪

তারিখ: ০২ মাঘ ১৪২৬ / ১৬ জানুয়ারি ২০২০

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৫। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি/আরএস/অপারেশন/অবকাঠামো/অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৬। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
৭। সহকারি রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর, পুরাতন রেলভবন, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স (১১ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৯। রেক্টর, রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী, চট্রগ্রাম।
১০। যুগ্মমহাপরিচালক (মেকানিক্যাল/প্রকৌশল/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১২। উপসচিব (সকল)/উপপ্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৪। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১৬। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১৭। প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১৮। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১৯। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা/চট্রগ্রাম/লালমনিরহাট/পাকশী।
২০। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২২। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৩। চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
২৪। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৫। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৬। আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।

(মীর আলমগীর হোসেন)
উপসচিব